MAR. 25 2001

দৈনিক ইনকিলাব

৪ হাজার সরকারী কলেজ শিক্ষকের পদোন্নতি বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বর্তমান সরকার সারাদেশের সরকারী কলেজ ও সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের পদোন্নতি গত সাড়ে ৪ বছর যাবৎ বন্ধ করে রেখেছে। এ অবস্থায় প্রায় ৪ হাজার সিনিয়র শিক্ষক ও প্রভাষকদের পদোন্নতি আটকে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা প্রচন্ড হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন। প্রতিবছর শতশত শিক্ষক পদোন্নতি ছাড়াই নিম্নপদ থেকে অবসরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এদিকে নির্ধারিত পদোন্নতি না হওয়ায় সরকারী কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে নতুন নিয়োগও বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে জট বেধে গেছে পুরো সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায়। বর্তমানে সরকারী কলেজ-মাদ্রাসায় প্রায় ৩ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ শিক্ষকের পদই খালি পড়ে রয়েছে গত প্রায় ৫ বছর যাবত। এতে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকের অভাবে বহু ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কোর্স অসম্পূর্ণ রেখেই ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার হলে গিয়ে খারাপ ফলাফল করছে। যে কারণে শিক্ষা ব্যবস্থায় নেমে এসেছে মারাত্মক বিপর্যয়। সিনিয়রিটি অনুযায়ী সর্বস্তরে পদোন্নতির দাবীতে দেশের ২৪৬টি সরকারী

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

৪ হাজার সরকারী কলেজ শিক্ষকের পদোন্নতি বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলেজ ও আলীয়া মাদ্রাসার প্রায় ১২ হাজার শিক্ষক বর্তমানে আন্দোলনে নেমেছেন। ইতোমধ্যেই তারা গত ১৯ থেকে ২১ মার্চ টানা ক্লাস বর্জন কর্মসূচী পালনশেষে আগামী ১০ এপ্রিল থেকে পুনরায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবিরাম ক্লাস বর্জন কর্মসূচী পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ জানান, সরকারী চাকুরীতে নির্দিষ্ট মেয়াদে পদোন্নতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও সাম্প্রতিককালে পদোন্নতির দাবীতে শিক্ষকদের রাজপথে আন্দোলন করতে হচ্ছে। ইতোমধ্যেই শিক্ষক প্রতিনিধিরা পদোন্নতির বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের আশ্বাস সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই হয়নি। পদোন্নতি না হওয়ার পেছনে সরকার শিক্ষকদের মামলা-পাল্টা মামলাজনিত কারণকে উল্লেখ করলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা এজন্য সরকারের একশ্রেণীর আমলার ইচ্ছাকৃত অনীহা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাবকেই দায়ী করেছেন। কারণ, মামলা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দানে অসুবিধা হয়নি। অপরদিকে একই সময়ে চাকুরীতে প্রবেশ করা প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা যেখানে পদোন্নতি পেয়ে যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত হতে পেরেছেন তখন শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এখনো প্রভাক বা সহকারী অধ্যাপকই রয়ে গেছেন। চাকুরীর ৫ বছরের মধ্যেই পদোন্নতি দেয়ার নিয়ম থাকলেও কোন কোন শিক্ষক ২০/২১ বছর ধরেও এন্ট্রি পদে অর্থাৎ প্রভাষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এবং অনেকে এ পদে থেকেই চাকুরী জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন। বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা পাসের পরেও বহু শিক্ষকের আজ পর্যন্ত পদোন্নতি জোটেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, পদোন্নতির বিষয়টি সুরাহা করতে আজ (রবিবার) বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির বৈঠকে বসার কথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই ১৮টি মহিলা কলেজকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়। কিন্তু এর প্রেক্ষাপটে বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের সাথে আত্তীকরণকৃত নন-ক্যাডার শিক্ষকদের অবস্থান ও সিনিয়রিটি নিয়ে দ্বন্দ্বে আদালতে মামলা-মোকদ্দমা হয়। নন-ক্যাডার শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণাদানের সময় তাদের সাবেক পদ অনুযায়ী ক্যাডার শিক্ষকদের সমতুল্য করায় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি এই মামলা দায়ের করেছিল। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত নভেম্বরে আগের বিধি বাতিল করে নতুন আত্তীকরণ বিধিমালা জারি করলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঐ মামলা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু জাতীয়করণকৃত ঐ কলেজসমূহের ৩য় বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা জানুয়ারীতে আবার নতুন বিধিমালার বিরুদ্ধে মামলা করেন। এতে নতুন ঐ আত্তীকরণ বিধিমালা ৬ মাসের জন্য হাই কোর্ট স্থগিত করে নিষেধাজ্ঞা দেয়। তবে এতে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের পদোন্নতি ব্যাহত হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত মধ্যবর্তী মাসাধিককাল সময়ে যখন কোন মামলাই ছিল না, তখনও সরকার পদোন্নতির প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করার কোন পদক্ষেপই নেয়নি। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দের মতে, সরকার মামলার নামে শিক্ষকদের ন্যায্য পদোন্নতিকে সুকৌশলে অবজ্ঞা করে চলেছে। শিক্ষা বিভাগেরই একশ্রেণীর আমলার অবহেলার কারণে পদোন্নতি আটকে রয়েছে। অনেকের মতে, এর পেছনে অর্থের আবদার থাকাও বিচিত্র নয়।